দৈনিক বাংলা

তারিখ ২/২/৮২
পৃষ্ঠা ... ... কা.

032

শিশু শিক্ষায় ভাষার মৌখিক অনুশীলন

জরিনা আখতার

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ভাষাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি। কথা বলা, লেখা, পড়া বা শোনার মধ্য দিয়ে ভাষাকে আমরা সচেতন বা অবচেতনভাবে চর্চা করে চলেছি। ভাষা ব্যবহারের এই মাধ্যমগুলো আবার শিক্ষিত, নিরক্ষর বা শিশুর কাছে সমভাবে গুরুত্বের দাবী করে না। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগের প্রেক্ষিতে অনুশীলনের আওতাভুক্ত হয়।

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভাষা ব্যবহার একটি অনুশীলনের ব্যাপার। অবুঝ নিরক্ষর ছোট্ট যে শিশুটির লেখাপড়ার সঙ্গে সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য প্রাথমিক কাজ হচ্ছে—ভাষার মুখে বলার পাঠ। যে শিশুটি কেবল কথা বলতে পারে, পড়তে বা লিখতে জানে না—তাকে যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করানো হচ্ছে তখন তার কাছে সরাসরি অক্ষর বা শব্দসমূহ উপস্থিত করা নিরর্থক। শৈশব অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে সহজ স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে। এই সময়েই শিশু নিজের মনের কথা প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে শেখে, পারম্পর্য রক্ষা করে কথা বলতে চেষ্টা করে। এই সময়টাই শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের কাল। এই সময়েই তাকে কিছু পাঠ দানের প্রয়োজন হয়। আর এই পাঠ অবশ্যই মৌখিক।

শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, বইপত্রের পরিমন্ডল শিশুর কাছে নিতান্তই অপরিচিত এক জগৎ। অর পর্যালোচনা করে দেখা গেছে প্রায় ক্ষেত্রে শিক্ষার এই পরিমন্ডল শিশুর কাছে নিরানন্দ ও অপ্রীতিকর। কেননা এর আগের যে পরিবেশ শিশুর একান্ত চেনা তা হচ্ছে মা বাবা ভাই বোনের আদর মিশানো সুন্দর কোমল ভাষা, মা বোনের কণ্ঠ নিঃসৃত সুর ও ছন্দাশ্রয়ী ছড়া, গান ইত্যাদি। অর্থাৎ মুখের কথার সঙ্গে শিশুর যোগাযোগ বা পরিচয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজাত একটি ব্যাপার। এই কারণেই শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে প্রথমেই মৌখিকভাবে অক্ষর শব্দ শেখাবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ বা বইপত্রের জগৎ শিশুর কাছে পরিচিত নয় বলে এই পরিবেশে শিশু জড়তা সংকোচ ও ভয়যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই জড়তা বা ভয় থেকে তাকে মুক্ত করবার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপই হচ্ছে মুখে মুখে পাঠ দান। দৈনন্দিন প্রয়োজনে কথা বলার কাজটিই মানুষ সবচাইতে বেশি করে। তাই সহায়ক হিসাবে ভাষার মৌখিক অনুশীলনই হচ্ছে শিশু শিক্ষার যথার্থ মাধ্যম বা অবলম্বন। আর এই কথা বলার কাজটিকে কয়েকটি পর্যায়ভুক্ত অবস্থায় বিন্যস্ত করা যায়। কথোপকথন, আবৃত্তি, গান, গল্পবলা, অভিনয় ইত্যাদি মাধ্যমগুলো কথা বলা বা শব্দোচ্চারণের এক একটি অবলম্বন।

অবশ্য কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বা বিধিবদ্ধ নিয়ম ছাড়াই কমবেশী মৌখিকভাবেই সবলাই শিশুকে পাঠদান করে থাকেন। তবে নিয়মটি সহজাত হলেও এক্ষেত্রে বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই অনুশীলন সুষ্ঠু সুন্দর পর্যাপ্তভাবে ঘটবে অভিভাবক শিক্ষকের সহায়তায়। কথা বলার ব্যাপারটিকে আমরা সাধারণতঃ তেমন গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এই কথা বলার কাজ দিয়েই আবার শিশুকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছি। তাই শিশুকে শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে শিক্ষক অভিভাবককেই ভাষাভিত্তিক একটা তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে।

শিশু যখন থেকে মোটামুটিভাবে পারম্পর্য রক্ষা করে কথা বলতে পারে, বা চেষ্টা করে তখনকার দায়িত্ব হচ্ছে শিশুকে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শব্দের যথাযথ অর্থপূর্ণ ব্যবহার, শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করানো। শিশুর কাছে রঙবেরঙের বিভিন্ন ছবি একটি আকর্ষণীয় দিক। পরিচিত জগতের আঁকা ছবি দেখে শিশু সহজেই বলতে পারে—সেটি কি। তাই ভাষার মৌখিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে ছবি দেখিয়ে শিশুকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করা একটি প্রধানতম দিক। বস্তু জগতের গাছ, পাখি, মাছ, জন্তু, মানুষ, যানবাহন, ঘরবাড়ি ইত্যাদি যে কোনো শিশুর নিতান্ত চেনা। তাই এসবের অংকিত ছবি দেখে সে সহজেই চিনতে পারে এবং বলতে পারে। এক্ষেত্রে তখন তার আনন্দ ও কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশও ঘটে। এভাবে বড়দের সঙ্গে বা সমবয়সীদের সঙ্গে কথোপকথন ও ছবি দেখে বলতে পারার মধ্য দিয়ে শিশুর যে কথা বলার কাজটি সংঘটিত হয় তাই তাকে পরবর্তী পর্যায়ে নিঃসংকোচে গুছিয়ে কথা বলতে এবং সুন্দর সঠিক উচ্চারণে পড়তে সহায়তা করে।

আবৃত্তি করা, গান গাওয়া, গল্পবলা ইত্যাদি শিশুর মৌখিক ভাষা ব্যবহারের আরো কতকগুলো বিশেষ মাধ্যম। সুর ও ছন্দের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে বলে গান বা ছড়ার আবৃত্তি শিশুর অত্যন্ত প্রিয়। তাই সে যেমন এগুলো শুনে আনন্দ পায় তেমনি বলেও আনন্দ পেতে চায়। রূপকথা, কল্পকাহিনী, মজার মজার গল্প শুনতেও শিশু ভালোবাসে। শিশু কথা বলতে শিখে যাবার পর সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে কথা বলতে ভালোবাসে। আর এই সময়েই তাকে দিয়ে তার উপযোগী ছড়া আবৃত্তি করানো, গান করানো, গল্প বলানোর কাজটি সহজেই বলতে পারে। কাহিনী ভিত্তিক ছবি দেখিয়েও তাকে দিয়ে গল্প বলানোর সাহায্যে কথা বলার কাজটি পরিশীলিতভাবে সংঘটিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্ববর্তী পর্যায়ে একটি শিশুর পাঠাভ্যাস এভাবেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মুখে বলার পাঠই হচ্ছে শিশুশিক্ষার প্রাথমিক স্তর। আর এই মুখে বলাই হচ্ছে ভাষার মৌখিক ব্যবহার। এবং তা অবশ্যই অনুশীলনের পর্যায়ভুক্ত। ধরা বাঁধা কোনো জটিল নিয়মের সাহায্যে নয়, আবার অবহেলিতভাবেও নয়—একটা সচেতন সযত্ন প্রয়াসকে আমরা শিশুর মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি সহজেই লালন করতে পারি। এবং তার ফলশ্রুতিতে আবৃত্তি, গান, কথোপকথন, গল্পবলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সুন্দর সঠিক স্পষ্ট উচ্চারণ, শব্দের যথাযথ ব্যবহারের সাহায্যে ভাববোধ সম্পর্কিত যোগ্যতা শৈশব থেকেই একজন মানুষ অর্জন করতে থাকে।